أحكام وآداب إسلامية
بنجالي

ইসলামী আদর্শ ও শিষ্টাচার

جاليات

59

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

ت: ٠٦ ٤٢٢٥٦٥٧ - فاكس: ٠٦ ٤٢٢٤٢٣٤ - ص.ب: ١٨٢

أحكام وآداب إسلامية

أعده وترجمة للغة البنجالية

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

الطبعة الأولى ٦/١٤٢٠ هـ.

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٠ هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات (الزلفي)

أحكام وآداب إسلامية (الزلفي)

٧٢ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك ٦ -٥٧-٨١٣ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنجالية)

١ – الآداب الإسلامية أ– العنوان

ديوي ٢١٢ ٢٠/٠٩٠٧

رقم الإيداع : ٢٠/٠٩٠٧

ردمك ٦ -٥٧-٨١٣ - ٩٩٦٠

الصف والإخراج: **شعبة توعية الجاليات في الزلفي**

সূচীপত্র

أحكام وآداب إسلامية
ইসলামী আদর্শ ও শিষ্টাচার

১। ইখলাস ও হৃদয়কে বিশুদ্ধ করা ও মনে সর্বদা আল্লাহর ভয় রাখা

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.﴾ البينة ٥

আল্লাহ্ ত'য়ালা বলেন, "তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহর দ্বীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই এবাদত করবে"। (৯৮ঃ৫)

وقال تعالى: ﴿ قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِيْنِي﴾ الزمر ١٤

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন, "বলে দাও, আমি তো নিজের দ্বীনকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করে তাঁরই এবাদত বন্দেগী করব"। (৩৯ঃ ১৪)

وقال: ﴿قُلْ إِنْ تُخْفُوْا ما فِيْ صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللهُ﴾ آل عمران ٢٩

তিনি আরো বলেন, "হে নবী বলে দাও, তোমাদের মনে যা কিছু আছে, তা গোপন কর আর প্রকাশ কর, আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন"। (৩ঃ২৯)

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ﴾ آل عمران ٥

তিনি আরো বলেন, "আসমান ও যমিনের কোন জিনিসই আল্লাহর নিকট গুপ্ত নয়। (৩ঃ৫)

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت الرسول ﷺ يقول: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى...)

আমীরুল মু'মেনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে। তাই প্রত্যেকই যে নিয়তে কাজ করবে, সে তা-ই পাবে"।(বুখারী-মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه) البخاري

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিবসে আমার সুপারিশ দ্বারা সব চেয়ে বেশী ধন্য হবে ঐ ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠভাবে অন্তর থেকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলবে"।

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) مسلم

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আল-ইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না বরং তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন"। (মুসলিম)

وعن أبي ذر رضي ا لله عنه، عن رسول ا لله ﷺ، قال: (اتق ا لله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) الترمذي

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাঃ বলেছেন, "সর্বত্র আল্লাহকে ভয় কর, মন্দ ও অসৎ কাজ হয়ে গেলে সৎ কাজ কর তা পাপ কাজ-কে মুছে দেবে এবং মানুষের সাথে সদাচারণ কর"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার জন্য ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কোন কিছু করা পূর্বশর্ত। অনুরূপ দ্বিগুণ প্রতিদান পাওয়াও তার উপর নির্ভর করে।

২। নিঃসন্দেহে আল্লাহত'য়ালা শির্ক থেকে বহু উর্ধ্বে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কৃত আমল ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় আমলে আমার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে, আমি তাকে তার শিরক সহ বর্জন করব।

৩। খোদাভীতি অর্জন এবং আল্লাহকে সর্বাবস্থায় সকল কিছুর পর্যবে-ক্ষক বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কেননা, আকাশ ও যমীনে কোন জি-নিস তাঁর অগোচরে নয়।

(২) শির্ক থেকে সতর্ক ও তাওহীদের মাহাত্ম্য

قال ا لله تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ لقمان ١٣

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয় শির্ক অতি বড় যুলুমের কাজ"। (৩১ঃ ১৩)

وقال: ﴿إِنَّ ا للهَ لاَيَغفِرُ أَن يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يَّشاَءُ﴾ النساء ٤٨

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "আল্লাহ কেবল শির্কের গুনাহ মাফ করবেন না, শির্ক ব্যতীত আর যত গুনাহ আছে তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দিবেন"। (৪ঃ ৪৮)

وقال: ﴿ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخاَسِرِيْنَ﴾ الزمر ٦٥

তিনি আরো বলেন "তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে গত হওয়া সমস্ত নবী-রাসূলদের প্রতি এই অহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শির্ক কর, তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে, আর তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। (৩৯ঃ৬৫)

وقال: ﴿ وَمَا خَلَقتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ﴾ الذاريات ٥٦

তিনি আরো বলেছেন, "আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই, কেবল এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার বান্দেগী করবে"। (৫১ঃ৫৬)

وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا ا للهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾ النحل ٣٦

তিনি আরো বলেন, "আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল

পাঠিয়েছি। আর তাঁর সাহায্যে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর বান্দেগী কর এবং তাগুতের বান্দেগী থেকে দূরে থাক”। (১৬:৩৬)

وعن جابر رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ:(من لقي ا لله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار) أخرجه مسلم

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,“যে ব্যক্তি শির্ক করা ব্যতিরেকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে শির্ক নিয়ে উপস্থিত হবে, সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে”।(মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه عن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول ا لله وما هن؟ قال الشرك با لله...) الحديث، متفق عليه

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আ্যালাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,ধ্বংসকারী সাতটি বস্তু থেকে বাঁচো!সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল!সেই সাতটি বস্তু কি কি?তিনি উত্তরে বলেন,আল্লাহর সহিত শির্ক করা---।(বুখারী-মুসলিম)

وعن معاذ بن جبل رضي ا لله عنه قال: كنت رديف ﷺ على حمار فقال: (يا معاذ، أتدري ما حق ا لله على العباد وما حق العباد على ا لله؟ قلت ا لله ورسوله أعلم. قال حق ا لله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،

وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا...) البخاري ومسلم.

মাআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপরে আল্লাহর নবীর পশ্চাতে বসে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহর রাসূল আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে মাআয! বান্দাদের উপর আল্লাহর এবং আল্লাহর উপর বান্দাদের অধিকার কি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন,বান্দার উপর আল্লাহর হক তথা অধিকার হলো এই যে, তারা এবাদত করবে শুধু মাত্র তাঁরই এবং তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। আর আল্লাহর কাছে বান্দার আবদার হলো এই যে, তিনি শির্কমুক্ত বান্দাকে শাস্তি দেবেন না"।(বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। শির্কের গুনাহ এত ভয়ংকর যে, তাওবা করা ব্যতীত আল্লাহ তা মাফ করবেন না, যেমন অন্যান্য পাপসমূহ ইচ্ছে করলে আল্লাহ মাফ করে দিবেন।

২। যে শির্কের উপর মৃত্যু বরণ করবে, তার আমল যেমন পন্ড ও বিফল হবে, তেমনি দোযখই অনন্ত-অশেষ কালের জন্য হবে তার অবধারিত পরিণতি।

৩। এতে তাওহীদ তথা একত্ববাদের মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়, যা ছিল জ্বিন ও মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এবং জান্নাত লাভ ও দোযখ থেকে মুক্তির প্রধান পূর্বশর্ত।

(৩) লোক প্রদর্শন করে আমল করার ভয়াবহতা এবং তা হলো শির্কের অন্তর্ভুক্ত

قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.﴾ الماعون٤

মহান আল্লাহতা'য়ালা বলেন, "ধ্বংস সেই নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন,যারা লোক দেখানোর কাজ করে, আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস দেওয়া হতে বিরত থাকে"। (১০৭ঃ৪-৭)

وعن أبي سعيد بن فضالة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك)

আবু সায়ীদ বিন ফুজালাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "যখন আল্লাহ পূর্বাপর সকলকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যে দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, সেদিন একজন ডাক দিয়ে বলবে,যে স্বীয় কর্মে আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করেছিল, সে যেন তার কর্মের প্রতিফল ও প্রতিদান তারই নিকট কামনা করে,কারণ আল্লাহ শির্ককারীদের আরোপিত শির্ক থেকে একেবারে মুক্ত ও সম্পর্কহীন"। (তিরমিজী)

وعن أبي سعيد الخدري رضي ا لله عنه قال: خرج علينا رسول ا لله ﷺ ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: (ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا بلى يا رسول ا لله، فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه)

আবু সায়ীদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে উপস্থিত হলেন, যখন আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন,তোমাদেরকে কি এমন জিনিসের সংবাদ দিব না, যেটা আমার নিকটে দাজ্জাল থেকেও অধিক ভয়াবহ? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন, তা হলো, ক্ষুদ্র বা লঘু শির্ক। কোন ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং এই মনে করে অতি সুন্দর ভাবে নামায আদায় করে যে, কোন লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে"। (ইবনে মাজা)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রিয়া বা লোক প্রদর্শন করে আমল করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা এবং কঠোর ভাবে তা থেকে সতর্ক করা, কারণ রিয়াকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

২। কোন কোন সময় মানুষ রিয়ার মধ্যে পতিত হয় অথচ সে অনুভব করতে পারেনা।

৩। লোক দেখানো আমল প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

(৪) দো'আ

قال ا لله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ غافر ٦٠

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের রব বলেন,আমাকে ডাক আমি তোমাদের দো'আ কবুল করি"। (৪০:৬০)

و قال:﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّى فَإِنِّى قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ..﴾ البقرة ١٨٦

তিনি আরো বলেন, "হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি"। (২: ১৮৬)

وقال: ﴿ أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾الأعراف٥٥

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "তোমাদের রবের নিকট প্রার্থনা কর কাকুতি-মিনতি সহকারে ও চুপে চুপে, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারী-দের পছন্দ করেন না"। (৭:৫৫)

وعن النعمان بن بشير رضي ا لله عنه عن النبي ﷺ قال: (الدعاء هو العبادة.)

নো'মান বিন বাশীর থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দো'য়াই হলো এবাদত"।(তিরমিজী-আবু দাউদ)

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه أن رسول ا لله ﷺ قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,বান্দা সেজদারত অবস্থায় তাঁর রবের সব চেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সেজদায় বেশী বেশী দো'আ কর"। (মুসলিম)

وعن عائشة رضي ا لله عنها قالت: (كان رسول ا لله ﷺ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর মধ্যে জামে (বহুল অর্থ বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত দো'য়া) পছন্দ করতেন এবং এছাড়া অন্য সব দো'য়া পরিহার করতেন"। (আবু দাউদ)

وعن عبادة بن الصامت رضي ا لله عنه أن رسول ا لله ﷺ قال: (ما من عبد مسلم يدعو بدعاء إلا آتاه ا لله ما سأل، أو ادخر ا لله له في الآخرة خيرا منه، أو كف عنه من السوء مثله مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم)

ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহর কাছে কোন জিনিসের প্রার্থনা করে, তখন হয়তো আল্লাহ তাকে উক্ত জিনিস দান করেন, অথবা আখেরাতে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম বস্তু সুরক্ষিত রাখেন, অথবা সেই ধরণের কোন অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন,

যতক্ষণ না সে কোন পাপ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দো'য়া করে"।

وعنه أن رسول الله ﷺ كان يقول: (دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكّل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل)

উক্ত সাহাবা থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমানের দোআ তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে, যখনই সেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য কোন দো'য়া করে, তখনই ঐ দায়িত্বশীল ফেরেশতা বলে,আমিন। তোমার জন্যও অনুরূপ"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। দো'য়া যেহেতু এবাদত বিধায় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে তা করা চলেনা। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দো'য়া করবে, তার এই দো'য়া শির্কে পরিণত হবে। জেনে রেখো, দো'য়ার বিরাট মর্যাদা রয়েছে। রাসূল (সাঃ) দো'য়াকে এবাদত বলে গণ্য করেছেন, অর্থাৎ এবাদতের মহান রুকন।

২। ধীরস্থিরভাবে কোন শব্দ না করে দো'য়া করা মুস্তাহাব। তেমনি জামে বাক্য দ্বারা দো'য়া করাও মুসতাহাব।অর্থাৎ বহুল অর্থ বিশিষ্ট স্বল্প বাক্য দ্বারাই দোআ করা বিধেয়।

৩। মানুষকে তার জান-মাল ও সন্তানাদির উপর অভিশাপ করা

থেকে সতর্ক করা।

৪। অনুপস্থিত মুসলমানদের জন্য দো'য়া করা মুসতাহাব।

৫। আল্লাহ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করলে এটা জরুরী নয় যে, সাথে সাথেই তাকে তা দান করবেন, বরং কখনো তার দো'য়ার দরুন কোন অনিষ্টকারিতা তার থেকে দূর করেন, অথবা আখেরাতে তাকে দেয়ার জন্য তা সুরক্ষিত রাখেন, যে দিন প্রতিফলের অত্যধিক প্রয়োজন বোধ করবে।

(৫) ইলম

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ﴾الزمر٩

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "ওদের বল, যারা জানে এবং যারা জানেনা এই উভয়দল কখনো সমান হতে পারে না?"। (যুমারঃ৯)

وقال: ﴿ يَرْفَعِ الله الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.﴾ المجادلة ١١

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন"। (মুজাদালাহঃ ১১)

وقال:﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِى عِلْماً.﴾ طه ١١٤.

"বল, হে পরোয়ারদিগার! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দান কর"। (ত্বাহাঃ ১১৪)

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.﴾ فاطر ٢٨

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে"। (ফাতিরঃ২৮)

وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.)

মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান দান করেন। (বুখারী)

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (من علّم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন ইলম শেখালো, সে ততটাই প্রতিদান পাবে, যতটা আমলকারী পাবে। আর আমলকারীর প্রতিদানে কোন ঘাটতি আসবে না"। (ইবনে মাজা)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,আদমের কোন সন্তান যখন মারা যায়, তার সমস্ত

আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের সাওয়াব পেতে থাকে। সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন ইলম যদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং সুস-ন্তান যে তার জন্য দো'য়া করে"।(মুসলিম)

وعن سهل بن سعد رضي ا لله عنه، أن رسول ا لله ﷺ قال:(وا لله لأن يهدي ا لله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)

সাহল বিন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা-ম বলেন,"আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে কোন একটি লোককেও যদি আল্লাহ হেদায়াত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম"। (বুখারী)

وعن عبدا لله بن عمرو بن العاص رضي ا لله عنه، أن رسول ا لله ﷺ قال: (بلغوا عني ولو آية)

আব্দুল্লাহ বিন আমরুবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,"আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা লোকদের কাছে পৌছিয়ে দাও"। (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে ইলম ও ওলামায়ে কেরামদের মর্যাদার কথাই বলা হয়েছে। যে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তার জন্য আল্লাহর কল্যাণকামিতাই প্রমাণ করে। অনুরূপ জ্ঞান অন্বেষণ করা জান্নাত লাভের অন্যতম কারণও বটে।

২। মানুষকে শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন করা এবং স্বল্প হলেও জ্ঞান প্রচারের প্রতিদান অনেক অনেক বেশী। আর তা মৃত্যুর পরেও মানু-

ষের কাজে আসবে।
৩। নফল এবাদতের চেয়ে ইলম তথা জ্ঞানার্জন করা উত্তম ও শ্রেয়।
৪। সন্তানাদিদের সৎ ও উত্তম তারবীয়াতের প্রতি আগ্রহী হওয়া আবশ্যক।

(৬) ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান

قال ا لله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِا للهِ﴾ آل عمران ١١٠

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং খোদার উপর ঈমান রক্ষা করে চল"। (৩ঃ ১১০)

وقال: ﴿ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ ال عمران ١٠٤

আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতে হবে, যারা নেকী ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে, ভাল ও সৎকাজের আদেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সার্থকতা পাবে"। (৩ঃ ১০৪)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) أخرجه مسلم.

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা হাত দ্বারা রোধ করে, হাত দ্বারা রোধ করার শক্তি না থাকলে, জিহবা দ্বারা, তারও শক্তি না থাকলে, সে কাজকে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা"। (মুসলিম)

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم) أخرجه الترمذي.

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার জান! তোমরা অবশ্যই অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান কর,অন্যথায় তোমাদের উপরে আযাব প্রেরণ করা হবে, তখন তোমরা আল্লাহকে ডাকলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না।' (তিরমিজী)

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب

منه) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي

আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "মানুষ অত্যাচারীকে দেখা সত্যেও যদি তার হস্তদ্বয় ধরে তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত না রাখে, তাহলে সকলেই আল্লাহর আযাবের শিকার হবে"। (আবু দাউদ, তিরমিজী ও নাসায়ী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা সাফল্যের উপকরণ।

২। যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ হতে দেখবে, সাধ্যানুসারে সে কাজে বাধা প্রদান করা তার উপর ওয়াজিব।

৩। সাধ্যবান ব্যক্তিই হাত দ্বারা বাধা প্রদান করবে, যেমন বাড়ীতে পিতা, অথবা শাসক, অথবা শাসক কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি।

৪। অন্তর থেকে বাধা প্রদানকারীকে অন্যায়কে ঘৃণা করা এবং তা থেকে পৃথক থাকা অপরিহার্য।

৫। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান না করা, দো'য়া কবুল না হবার এবং আল্লাহর আযাবের কারণ।

(৭) ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদানের আদবসমূহ

قال ا لله تعالى: ﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ النحل ١٢٥

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে নবী! তোমার খোদার পথের দিকে দাওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম নসিহতের সাহায্যে। আর লোকদের সহিত পরস্পর বির্তক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম"। (১৬ঃ ১২৫)

وقال تعالى: ﴿فَبِماَ رَحْمَةٍ مِنَ ا للهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾ آل عمران ١٥٩

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "হে নবী! এটা খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এই সব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তাহলে এই সব লোক তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত"। (৩ঃ ১৫৯)

عن عائشة رضي ا لله عنها قالت قال رسول ا لله ﷺ: (إن ا لله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) متفق عليه

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ ও কোমল তাই তিনি প্রতিটি কাজে বিনয়, কোমলতা ও নম্র আচরণ পছন্দ করেন"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن عائشة رضي ا لله عنها أن النبي ﷺ قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه.) رواه مسلم.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্য-মন্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সেটা দোষ ও ত্রুটিযুক্ত হয়"। (মুসলিম)

وعن جرير بن عبد ا لله قال سمعت رسول ا لله ﷺ يقول: (من يحرم الرفق يحرم الخير كله) رواه مسلم

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন,আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যাকে কোমলতা হতে বঞ্চিত
করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোমলতা ও নম্র আচরণের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রা-ণিত করা, এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ ও অন্যান্য সকল দাওয়াতী কাজে হিকমত অবলম্বন করা।
২। প্রতিটি বিষয়ে সদয় ও নম্র হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা, যে সদয় ও নম্র ব্যবহার থেকে বঞ্চিত, সে প্রত্যেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

(৮) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

قال ا لله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ العنكبوت ٨

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আমি মানুষকে নিজের পিতা-মাতার

সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি"। (আনকাবূতঃ৮)

وقال سبحانه: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَاً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُماَ أَوْ كِلاَهُماَ فَلاَ تَقُل لَّهُماَ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُماَ وَقُل لَّهُماَ قَوْلاً كَرِيْماً﴾ الإسراء ٢٣

আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেন, "তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই এবাদত করবে এবং পিতা- মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে কোন একজন অথবা উভয়েই যদি বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তোমরা তাদেরকে 'উঃ' পর্যন্ত বলবে না; তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে"। (ইসরাঃ২৩)

وقال سبحانه: ﴿ وَوَصَّيْناَ الْإِنساَنَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصاَلُهُ فِي عاَمَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ...﴾ لقمان ١٤

আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেন, "আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে তাকে স্বীয় উদরে বহন করেছে। অতঃপর তাকে একাধারে দু'বছর দুধ পান করিয়েছে। অতএব আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক এবং সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও। (লোকমানঃ ১৪)

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ: أي العمل أفضل؟ قال:(الصلاة على وقتها.) قلت ثم أي؟ قال: (بر الوالدين.) قلت ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি আল্লাহর কাছে সব চেয়ে বেশী উত্তম? তিনি বললেন, যথা সময়ে নামাজ আদায় করা। আমি পুনরায় বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন,পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা"। (বুখারী-মুসলিম)

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال:(أمك) قال ثم من؟ قال: (أمك) قال ثم من؟ قال: (أبوك.

আবুহুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লার রাসূল! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহার ও সুন্দর আচরণের অধিকতর অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা"। (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ইসলাম পিতা-মাতার যথাযথ মর্যাদা সুনিশ্চিত করে তাদের আনুগত্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে।

২। যথাসময়ে নামায আদায় করার পর আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় আমল হচ্ছে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৩। তাদের অবাধ্যতা, এবং তাদের সাথে রুঢ় কথা বলা এমনকি 'উঃ' পর্যন্ত বলার ব্যাপারে কঠোর নিষেধ করা হয়েছে।
৪। আনুগত্য ও সদ্ব্যবহারে মায়ের অধিকার বাপের চেয়ে বেশী।

(৯) সচ্চরিত্রতা

قال ا لله تعالى:﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ﴾ القلم ٤

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "নিশ্চয় তুমি নৈতিকতার উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত"। (কালামঃ ৪)

وقال ا لله تعالى: ﴿ فَبِماَ رَحْمَةٍ مِّنَ ا للهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ آل عمران ١٥٩

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "হে নবী খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য নম্র স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হতে সরে যেতো"। (আলিইমরানঃ ১৫৯)

وعن أبي الدرداء رضي ا لله عنه أن النبي ﷺ قال: (ما من شي أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن ا لله يبغض الفاحش البذيّ)

আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিবসে বান্দার আমলের দাঁড়ি-পাল্লায়

সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন অন্য বস্তু অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজীকে ঘৃণা করেন"।

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه قال: سئل رسول ا لله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: (تقوى ا لله وحسن الخلق)

আবুহুরায়রা(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলই-হি অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন্ বস্তু অধিকহারে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, খোদাভীতি ও সচ্চরিত্র।

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم)

আবুহুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমেনগণের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সব চেয়ে বেশী উন্নত এবং তোমাদের মধ্যে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা সর্বাপেক্ষা উত্তম"। (তিরমিজী)

وعن عائشة رضي ا لله عنها قالت: سمعت رسول ا لله ﷺ يقول: (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আল-ইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় মুমিন মহৎচরিত্রের গুণে রাত জেগে এবাদতকারী রোজাদারের মর্যাদা পায়"। (আবু দাউদ)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাসূলের উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক মাহাত্ম্যের বর্ণনা।

২। সচ্চরিত্রের মর্যাদা ও তাৎপর্য এত যে, এটাই জান্নাত লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আর এটাই বেশী সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে প্র-বেশ করাবে। কেয়ামত দিবসে আমল মাপা হবে এবং তাতে সচ্চরিত্র ও খোদাভীতি সর্বাধিক ভারী হবে।

৩। সুন্দর কথা ও কাজের উপর ইসলাম সকলকে অনুপ্রাণিত ও উৎ-সাহিত করেছে এবং অশ্লীল বচনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

৪। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর জীবন-যাপন ও সদাচারণের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

৫। ঈমান পুণ্যময় কাজের ফলে বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে হ্রাস পায়।

(১০) কোমলতা ও ধীরস্থিরতা

قال الله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে নবী! খোদার বড় অনুগ্রহের বিষয় যে তুমি এসব লোকের জন্য নম্র স্বভাবের লোক হয়েছ, অন্যথায় তুমি যদি উগ্রস্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এসব লোক তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত"। (৩ঃ ১৫৯)

عن عائشة رضي ا لله عنها قالت: قال رسول ا لله ﷺ: (إن ا لله رفيق يحب الرفق في الأمر كله)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ ও কোমল। তাই তিনি প্রত্যেক জিনিসে কোমলতা ও নম্র আচরণ পছন্দ করেন"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن ابن عباس رضي ا لله عنهما قال: قال رسول ا لله ﷺ لأشج عبد القيس: (إن فيك خصلتين يحبهما ا لله : الحلم والأناة)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশাজ্জে আবুল কায়েসকে বলেছিলেন, তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহও পছন্দ করেন ও ভাল বাসেন। একটি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হলো ধীরস্থি-রতা"। (মুসলিম)

وعن عائشة رضي ا لله عنها أن النبي ﷺ قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلازانه ولا ينزع من شيء إلا شانه)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্য-মন্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয় সেটা দোষ ও ত্রুটিযুক্ত হয়"। (মুসলিম)

وعن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من يحرم الرفق يحرم الخير كله)

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, যাকে কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোমলতা আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু এবং কোমলতা ও সহনশীলতা কল্যাণও টেনে আনে।

২। সৃষ্ট জীবের সাথে সদয় ভাব, নম্র আচরণ ও সহানুভূতি জান্নাতী লোকের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণ।

৩। ক্রোধ ও উগ্রস্বভাব থেকে বাঁচা তথা ধৈর্য ও সহনশীলতার বড় তাৎপর্য।

(১১) দয়া দাক্ষিণ্য

قال الله تعالى عن نبيه محمد ﷺ: ﴿ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ التوبة ١٢٨

আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নবী সম্পর্কে বলেন, "মুমিনগণের জন্য তিনি সহানূভূতি সম্পন্ন ও করুণাসিক্ত। (তাওবাঃ ১২৮)

وقال عن المؤمنين: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح ٢٩

আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনগণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা পরস্পর পূর্ণদয়াশীল ও মমতাময়"। (ফাতহঃ২৯)

عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس.) متفق عليه.

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তাকেও অনুগ্রহ করবে না"।(বুখারী-মুসলিম)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق ﷺ يقول: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي) أخرجه أحمد والترمذي.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সত্যবাদী নবী আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "দয়া শুধু মাত্র দুর্ভাগা লোক থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়"। (আহমদ ও তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। দয়া মুসলিমদের মহৎ গুণ।
২। মানুষকে দয়া করা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত।
৩। অন্তর হতে দয়া লোপ পাওয়া ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

(১২) যুলুম করা হারাম

قال الله تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلاَ شَفِيْعٍ يُطَاعُ﴾ غافر ١٨

আল্লাহতা'য়ালা বলেন, "জালেমদের জন্য কেউ দরদী ও সহানুভূতি-শীল বন্ধু হবে না, আর না কোন সুপারিশকারী হবে, যার কথা মেনে নেওয়া হবে"। (গাফেরঃ ১৮)

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا ...) الحديث. رواه مسلم.

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করো না"।(মুসলিম)

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (اتقوا الظلم فإنه الظلم ظلمات يوم القيامة...) الحديث. أخرجه مسلم.

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,যুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা, যুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধাকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে"। (মুসলিম)

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث بعثه إلى اليمن أن رسول الله ﷺ قال: (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.) متفق عليه.

মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মযলুম তথা নির্যাতিত লোকের অভিশাপকে ভয় কর,

কেননা তার দো'য়া ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:(من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) أخرجه البخاري.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তির উপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবী থাকে, আর তা যদি তার মান-মর্যাদার উপর অথবা অন্য কিছুর উপর যুলুম নির্যাতন সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কেয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। যদি তার নেকী না থাকে, তবে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ থেকে যুলুমের সমপরিমাণ তার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে"।(বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যুলুম হারাম এবং তৎসম্পর্কে কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে।
২। ইহকালে ও পরকালে নির্যাতনকারীর অশুভ পরিণাম ও কঠিন শাস্তি রয়েছে।
৩। নির্যাতিত ব্যক্তির দো'য়া (অভিশাপ) আল্লাহ রদ করেন না।

(১৩) মুসলমানের রক্তের মান-মর্যাদা

قال ا لله تعالى ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيْهَا وَغَضَبَ ا للهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْماً﴾ النساء ٩٣

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি জেনে বুঝে ও স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে হত্যা করল, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, যাতে সে চির দিন অবস্থান করবে। তার উপর আল্লাহর আযাব ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আর তিনি তার জন্য কঠোর শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"। (নিসাঃ৯৩)

عن عبد ا لله بن مسعود رضي ا لله عنه قال قال رسول ا لله ﷺ: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম রক্তপাত ও খুন সম্পর্কেই মানুষের মাঝে ফয়সালা করা হবে"। (বুখারী-মুসলিম)

عن عبد ا لله بن عمرو رضي ا لله عنهما أن رسول ا لله ﷺ قال: (لزوال الدنيا أهون عند ا لله من قتل رجل مسلم)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একজন মুসলমানের হত্যার চেয়ে গোটা পৃথিবীটাই বিলীন হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট সহজ ও শ্রেয়"। (তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলমানের হত্যা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে এবং আল্লাহর নিকট মুসলমানের মান-মর্যাদার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

২। রক্তপাতের গুনাহ অতীব তীব্র হওয়ায় সে সম্পর্কেই কিয়ামতের দিন প্রথম বিচারকার্য সম্পাদিত হবে।

৩। ঘাতকের পার্থিব শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা এবং পরকালে জাহান্নামে চিরতরে অবস্থান।

(১৪) মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার

قال الله تعالى:﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ﴾ الحجرات ١٠

আল্লা তা'য়ালা বলেন, "মুমেনরা তো পরস্পরের ভাই"। (৪৯: ১০)

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "একজন মুমেন অন্য মুমেনের জন্য নির্মিত ঘরের মত যার একাংশ অন্যাংশকে শক্তি যোগায়"। (বুখারী)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله (يترك نصرته) كل المسلم على المسلم

حرام عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرء من الشر (أي يكفيه من الشر) أن يحقر أخاه المسلم.)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানরা আপসে ভাই ভাই, কেউ কারো খিয়ানত করবে না, কেউ কারো সাথে মিথ্যা বলবে না এবং কেউ কারো সহযোগিতা থেকে দূরে থাকবে না। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ, ও মান-মর্যাদা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। খোদা ভীতির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। কোন মুসলমান ভাইকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা পাপ ও অন্যায় বলে পরিগণিত হওয়াতে যথেষ্ট"। (তিরমিজী)

وعن أنس رضي ا لله عنه عن النبي ﷺ قال: (لا يؤمن أحكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমেন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা না করবে"। (বুখারী)

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (من نفس عن مسلم كربة نفس ا لله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر عن معسر يسر ا لله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره ا لله في الدنيا

والآخرة، وا لله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ কষ্টকে দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার থেকে কেয়ামতের দুঃখ কষ্টকে দূর করবেন। আর যে কোন সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন ব্যক্তির সংকীর্ণতাকে দূর করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সংকীর্ণতাকে দূর করবেন, আর যে কোন মুসলমানের গোপন দোষকে ঢেকে রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার গোপন দোষকে ঢেকে রাখবেন, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তার বান্দার সহযোগিতায় থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভায়ের সহযোগিতায় থাকে"। (তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুমেনরা আপসে ভাই ভাই। ছোট হোক আর বড় হোক, শাসক হোক অথবা শাসিত।

২। মুসলমানদেরকে একে অপরের সহযোগিতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং অন্যায় ব্যতীত প্রত্যেক সহযোগিতার মুখাপেক্ষী ব্যক্তির সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে।

৩। অভাবীদের সহযোগিতার অনেক মাহাত্ম্য ও প্রচুর সাওয়াব রয়েছে।

(১৫) প্রতিবেশীর অধিকার

قال ا لله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوْا ا للهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَىَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾ النساء ٣٦

আল্লাহতা'য়ালা বলেন, "তোমরা সবাই আল্লাহর এবাদত কর; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর,নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও নিঃস্ব মিসকীনদের প্রতিও এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি,পাশাপাশি চলার সাথী, পথিক ও অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর"। (নিসাঃ৩৬)

عن أبي هريرة رضي ا لله عنه أن النبي ﷺ قال: (وا لله لا يؤمن، وا لله لا يؤمن، وا لله لا يؤمن!) قيل: من يا رسول ا لله؟ قال: (الذي لا يأمن جاره بوائقه)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়; আল্লাহর শপথ! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়"। (বুখারী)

و عن أبي هريرة رضي ا لله عنه أن النبي ﷺ قال: (من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করে আপ্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থকে"। (বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার সহ তার কোন অনিষ্ট সাধন না করতে তাকিদ করা হয়েছে।

২। ঈমানের পূর্ণতা লাভের দাবীই হলো প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং তার কোন অনিষ্ট না করা যদিও সে অমুসলিম হয়।

(১৬) জিভের ভয়াবহতা

قال الله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ق ١٨

মহান আল্লাহ বলেন, "যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য একজন সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে"। (কাফঃ ১৮)

وقال سبحانه: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهُ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾ الإسراء ٣٦

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "এমন কোন জিনিসের পেছনে লেগোনা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, নিশ্চিত জেনে রাখ, চোখ,

কান ও অন্তর সব কিছুর গুনাহের জওয়াবদিহি করতে হবে”। (ইসরাঃ৩৬)

وعن أبي موسى الأشعري رضي ا لله عنه قال: (قلت: يا رسول ا لله أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের মধ্যে কে সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে। তিরমিজী)

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول ا لله ﷺ: (من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)

সাহল ইবনে সা’দ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমাকে তার দু’চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহবা)-এর এবং দু’পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস (যৌনাঙ্গ)-এর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তার বেহেশতের জন্য যামিন হতে পারি। (বুখারী)

و عن أبي هريرة رضي ا لله عنه أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, বান্দা অনেক সময় কোন বিচার বিবেচনা না করেই, এমন কথা বলে ফেলে, যার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের এত দূর গভীরে নিয়ে যায়, যা পূব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান’।

(বুখারী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জিহবার গুরুত্ব ও আশংকা খুবই বেশী। বিধায় তা থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য। (মানুষ কোন কোন সময়) বিবেচনা না করে দ্বিধাহীন কন্ঠে একটি কথা বলার কারণে জাহান্নামে পতিত হয়। ইবাদত ব্যতীত অন্য কিছুতে জিভের ব্যবহার জাহান্নামে নিক্ষেপ হওয়ার একটি কারণ। অনুরূপ তার সদ্ব্যবহার জান্নাত লাভের একটি মাধ্যমও। বহু মানুষ জিভের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে তার অহেতুক ব্যবহারে ভুল করে বসে।

২। মানুষের কথা ও কর্ম উভয়ের হিসাব হবে, আর শরীরের সর্বাধিক আশংকাজনক অংশ হচ্ছে জিভ ও লজ্জাস্থান।

(১৭) গীবত হারাম

قال ا لله تعالى: ﴿ وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَاْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ﴾ الحجرات١٢

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাক"। (হুজরাতঃ ১২)

عن أبي هريرة رضي ا لله عنه أن رسول ا لله ﷺ قال: (أتدرون ما الغيبة؟ قالوا ا لله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, তোমাদের (কোন) ভাইয়ের এমন প্রসংগ আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো, এ ব্যাপারে আপনার কি মত যে, আমরা যা আলোচনা করি, তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন, যে দোষ তোমরা বর্ণনা করো, তা যদি সত্য সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো গীবত করলে। যদি তার মধ্যে সে দোষ না থাকে, তাহলে তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে। (মুসলিম)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذا (تعني أنها قصيرة)، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته.

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, সাফিয়ার ব্যাপারে এই দোষ গুলি (বেঁটে হওয়া) আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন, তুমি এমন একটা (তিক্ত) কথা বলেছ যে, যদি তা সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সমুদ্রের পানিকে তিক্ত ও পরিবর্তন করে দেবে"। (আবু দাউদ)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-ইজ্জত ও ধন-সম্পদ অপর মুসলমানের জন্য হারাম ও সম্মানের যোগ্য"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: (من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে"। (তিরমিজী)

وعن أبي الدرداء رضي ا لله عنه عن النبي ﷺ قال: (من رد عن عرض أخيه رد ا لله عن وجهه النار يوم القيامة.)

আবু দারদা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভায়ের গীবত খন্ডন করবে,(অর্থাৎ তার তরফ থেকে প্রতিবাদ করবে) আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন"। (তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১।পরচর্চা ও গীবত হারাম। তা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এবং পরচর্চাকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

২। কোন মানুষের এমন প্রসংগ আলোচনা করা, যা সে পছন্দ করেনা, গীবতে পরিগণিত হয় এবং তা হারাম। যদিও উল্লেখিত বস্তু তার মধ্যে সত্যিকার পাওয়া যায়।

৩। গীবতকারীকে ঘৃণা করা এবং তাকে গীবত থেকে বাধা প্রদান করা অপরিহার্য। গীবত শুনাও হারাম। মুসলমানের মান-সম্মান রক্ষার

মাহাত্ম্য হলো, কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে।

৪। গীবত এমন কথা বা ইঙ্গিতের দ্বারাও হয়ে থকে, যা মানুষ অপছন্দ করে।

(১৮) সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য ও মিথ্যাবাদিতার নিন্দা-বাদ

قال ا لله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ ا للهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ.﴾ النحل ١٠٥

আল্লাহতা'য়ালা বলেন, "মিথ্যা তো সে লোকেরা রচনা করেছে, যারা আল্লাহর আয়াতকে মানেনা। তারাই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী"। (নাহলঃ ১০৫)

وقال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اتَّقُوْا ا للهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ﴾ التوبة ١١٩

তিনি আরো বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর, এবং সত্যবাদীর সঙ্গে থাক"।(তাওবাঃ ১১৯)

وقال: سبحانه: ﴿ فَلَوْ صَدَقُوْا ا للهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ.﴾ محمد ٢١

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "যদি তারা আল্লাহর নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণ করতো, তাহলে তাদের ভাল হতো। (৪৭ঃ২১)

وعن الحسن بن علي رضي ا لله عنهما، عن النبي ﷺ، قال: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة.)

হাসান ইবনে আলী (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তোমার কাছে যা হালাল তথা বৈধ হওয়াতে সন্দেহ জাগে, তা বর্জন করে এমন জিনিস গ্রহণ কর, যাতে সন্দেহ নাই। নিঃসন্দেহে সত্যবাদিতার (ফল)প্রশান্তি এবং মিথ্যাবাদি তার (পরিণতি) সন্দেহ"। (তিরমিজী-নাসায়ী)

عن عبد ا لله بن مسعود رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند ا لله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند ا لله كذابا)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "সত্যবাদিতা কল্যাণের পথ দেখায় আর কল্যাণ মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায়। কোন মানুষ সত্য কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে সত্যবাদীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আর মিথ্যা কথা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। কোন মানুষ মিথ্যা কথা বলতে থাকলে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان و إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, সে পাকা মুনাফিক। আর যার মধ্যে উহার কোন একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে আর যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে, ততক্ষণ তার মধ্যে মুনাফেকীর এক খাসলাত বা বৈশিষ্ট্য আছে বলা হবে। আর তা হলো,আমানতের খিয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ওয়াদাচুক্তি ভঙ্গ করা এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা"। (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মিথ্যা বলার ব্যাপারে ভয়-ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে।আর তা মুনাফেকদের বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে কঠোর আযাবের কথাও ব্যক্ত হয়েছে।

২। মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায় ও তা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ সমূহের একটি কারণও বটে।

৩। সত্যবাদিতার মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সত্যের প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে।

৪। মিথ্যা মুনাফেকীর খাসলাত বা বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি বৈশিষ্ট্য।

(১৯) তাওবা

قال ا لله تعالى: ﴿ وَتُوبُوْا إِلَى ا للهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُوْنَ﴾

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে মুমেন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে"। (২৪ঃ৩১)

وقال : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى ا للهِ تَوْبَةً نَّصُوْحاً﴾ التحريم ٨

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর নিকট তাওবা কর, খাঁটি ও সত্যিকার তাওবা"। (৬৬ঃ৮)

عن الأغر بن يسار المزني رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (يا أيها الناس توبوا إلى ا لله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مائة مره)

আগার বিন এসার মুযানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "হে মানব মন্ডলী! আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা কর, কারণ আমি দিনে এক শত বার তাওবা করি"। (মুসলিম)

وعن أنس رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (ا لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط علي بعيره وقد أضله في أرض فلاة)

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হন, যে বান্দার উট

মরু প্রান্তে নিখোঁজ হওয়ার পর পুনরায় সে তা লাভ করে"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن أنس رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (كل ابن ن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তান দ্বারা ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে সর্বোত্তম ত্রুটিকারী তো সেই, যে ত্রুটির পর ক্ষমা প্রার্থনা করে" (তিরমিজী)

وعن عبد ا لله بن عمر بن الخطاب رضي ا لله عنهما عن النبي ﷺ قال: (إن ا لله عز وجل يقبل توبة العبد مالم يغرغر)

আব্দুল্লাহ বিন উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহতা'য়ালা মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বান্দার তাওবা গ্রহণ করে থাকেন"। (অর্থাৎ, তার প্রাণ কণ্ঠনালীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত)।

عن أبي موسى الأشعري رضي ا لله عنه عن النبي ﷺ قال: (إن ا لله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহতা'য়ালা দিনে ভুল-ক্রটিকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য রাত্রে তাঁর হস্তকে প্রসারিত করে দেন। আবার রাত্রে ভুল-ক্রটিকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য দিনে তাঁর হস্তকে প্রসারিত করে দেন। আর পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে"। (মুসলিম)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ছোট-বড় প্রত্যেক গুনাহ থেকে সব সময় তাওবা করা অপরিহার্য। কারণ তাওবাই বান্দার সাফল্য ও মুক্তির উপকরণ।
২। আল্লাহর নিকট তাওবার এত মর্যাদা যে, তাঁর রহমত এতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাওবা করলে তিনি আনন্দিত হন।
৩। আদম সন্তান দ্বারা ভুল-ক্রটি হওয়া স্বাভাবিক, তবে তাকে তাওবা তাওবা করতে হবে এবং গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

তাওবার শর্তাবলী এবং উহার কতিপয় বিধান

১। তাওবার সর্ব প্রথম শর্ত হলো, মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বে ও আত্মা কণ্ঠনালীতে পৌঁছবার পূর্বে করতে হবে।
২। দ্বিতীয় শর্ত হলো, পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে করতে হবে, কারণ পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়ার পর তওবা কোন কাজে আসবে না।
৩। যদি কোন ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা সত্ত্বেও পুনরায় উক্ত পাপ করে বসে, তাহলে তার প্রথম তাওবা গ্রহণ হবে কিন্তু পরে কৃত পাপের জন্য পুনরায় তাকে তাওবা করতে হবে।

৪। পাপ পরিত্যাগ করা এবং কৃত পাপের দরুণ অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে উক্ত পাপ না করার জন্য দৃঢ় পরিকল্পনা করা।

(২০) সালাম করা

قال ا لله تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا﴾ النور ٢٧

মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ কর না, যতক্ষণ না তার বাসিন্দাদের থেকে অনুমতি নাও এবং তাদের সালাম কর"। (নূরঃ ২৮)

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে না ভালবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে ন। আমি কি এমন কাজের কথা বলবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে? সে কাজটি হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন সৃষ্টি কর"। (মুসলিম)

وعن عبد ا لله بن سلام قال: سمعت رسول ا لله ﷺ يقول : (يا أيها الناس:

أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)

আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, হে মানব সম্প্রদায়! (পরস্পরের মধ্যে) ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন সৃষ্টি কর। (অভুক্তদের) আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে সেই সময় নামাজ পড়। তাহলে শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"। (তিরমিজী)

عن أبي هريرة رضي ا لله عنه أن رسول ا لله ﷺ قال: (إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু অলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মজলিসে এলে, সে যেন সালাম করে। অতঃপর সে যদি চায় বসবে আর যদি উঠে যেতে চায়, তখনও সালাম করবে, কারণ প্রথম সালামটির তুলনায় দ্বিতীয় ও শেষ সালামটির অধিকার কম নয়"। (আবু দাউদ)

মাসায়েল

১। সালাম করার মাহাত্ম্য হলো, এটা পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টির অন্যতম কারণ যা জান্নাতে প্রবেশের পথকে সুগম করে দেয়।
২। পরিচিত ও অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম করা মুস্তাহাব। সালাম শুধু পরিচিতি সাপেক্ষ নয়।

৩। মাসনূন সালামের শব্দ হলো, "আস্‌সালামো আলাইকুম" যদি "ওয়া রাহমাতুল্লাহ" এবং "ওয়া বারাকাতুহু" সংযুক্ত করে, তাহলে উত্তম। সালামের উত্তর প্রদানের বেলায় নিয়ম অনুরূপ।
৪। কাফেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া হারাম। হ্যাঁ, কাফের সালাম করলে, শুধু "ওয়া আলাইকুম "বলবে।
৫। একই মজলিসে কাফের ও মুসলমান উভয় ধরণের লোক থাকলে সালাম করা জায়েয।
৬। দু'মুসলমান ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় মিলিত হলে সালাম করা মুস্তাহাব।
৭। কারো বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষেধ।

(২১) আহারের আদব

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في الأول فليقل في الآخر [حين يذكر] : بسم الله في أوله وآخره)

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আহারে বসবে, তখন সে যেন " বিসমিল্লাহ"বলে নেয়। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে বলবে "বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু"। (তিরমিজী)

وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: (سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك)

উমার ইবনে আবি সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে খেতে আরম্ভ করবে। আর ডান হাত দিয়ে নিজের দিক থেকে খাবে।' (বুখারী-মুসলিম)

عن عبد ا لله بن عمر رضي ا لله عنه أن رسول ا لله ﷺ قال: (لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها)

আব্দুল্লাহ বিন উমার(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন বাম হাতে পানাহার না করে, কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে"।(মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه قال: (ما عاب رسول ا لله ﷺ طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিন কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেন নি। রুচি সম্মত হলে আহার করেছেন, অন্যথায় বর্জন করেছেন। (বুখারী-মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। 'বিসমিল্লাহ' বলে পানাহার আরম্ভ করা মুস্তাহাব। যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায়, তাহলে খাওয়াকালীন যখনই স্মরণ হবে পড়ে নেবে।

২। বাম হাতে খাওয়া নিষেধ। এতে শয়তানের সহিত সাদৃশ্যভাব প্রকাশ পায়। তবে কোন ব্যক্তি ডান হাতে খেতে অক্ষম হলে, সে বাম হাতে খেতে পারে।
৩। খাওয়ার সুন্নাত হলো, কোন খাবারের দোষ বর্ণনা না করা। রুচি সম্মত হলে আহার করবে, অন্যথায় বর্জন করবে। তবে কাউকে দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত করাতে চাইলে করতে পারে।

(২২) প্রস্রাব ও পায়খানার আদব

عن أنس رضي ا لله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا دخل (أي إذ أراد دخول) الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث (الشر) والخبائث (الشياطين)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রস্রাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন, (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (আল্লাহুম্মা ইন্নি আউয বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িসি) হে আল্লাহ! আমি খবিস জিন ও জিন্নী থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن عائشة رضي ا لله عنها أن رسول ا لله ﷺ كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রস্রাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন

বলতেন, (غفرانك) (গুফরানাকা) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি"। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى أن يُبال في الماء الراكد.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্থির বা বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন"। (মুসলিম)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব হলো, প্রস্রাব-পায়খানা যাওয়ার ইচ্ছা করলে এই দো'য়া পাঠ করা, (আয়ুযু বিল্লাহি মিনাল খুবসি অল খাবায়িসি) হে আল্লাহ! আমি খবিস জিন ও জিন্নী থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবং পায়খানা থেকে বের হয়ে বলা, (গুফরানাক) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

২। পেশাব পায়খানা করার সময় লোক চক্ষু থেকে নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা অত্যাবশ্যক এবং মানুষের চলা ফেরার স্থান থেকে দূরবর্তী স্থানে যাওয়া মুস্তাহাব। ঘরের বাইরে পেশাব-পায়খানা করলে কেবলাকে সামনে বা পেছনে না রাখা ভাল।

৩। পেশাব পায়খানা থেকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা এবং অতঃপর খুব ভাল ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখা ওয়াজিব।

৪। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম বিধায় মানুষের প্রতিটি বিষয়কে তুলে ধরে তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে এমনকি পেশাব পায়খানার আদাব সমূহকেও ছেড়ে দেয়া হয়নি।

(২৩) হাঁচি আসা ও হাই তুলা

عن أبي هريرة رضي ا لله عنه عن النبي ﷺ قال: (إن ا لله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد ا لله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك ا لله، فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان) أخرجه البخاري.

আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহতা'য়ালা হাঁচি ভাল বাসেন এবং হাইতুলাকে অপছন্দ করেন। অতএব যখন কোন ব্যক্তি হাঁচির পর বলে“আলহামদুলিল্লাহ”তখন শ্রবণকারী প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, তার উত্তরে (يرحمك ا لله) (য়্যারহামুকাল্লাহ) বলা। তবে হাই তুলা শয়তান কর্তৃক হয়ে থাকে। অতএব যখন কোন ব্যক্তির হাই আসে, সে যেন সাধ্যানুসারে তা থামানোর চেষ্টা করে, কারণ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন হাই তুলে, তখন শয়তান হাসে”। (বুখারী)

وعنه قال قال رسول ا لله ﷺ: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه ـ أو صاحبه ـ يرحمك ا لله، فإذا قال: يرحمك ا لله فليقل: يهديكم ا لله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري

উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তির হাঁচি আসে সে যেন বলে, الحمد لله (আলহামদুলিল্লাহ) আল্লারই সমস্ত প্রশংসা এবং তার ভাই ও সাথী সঙ্গীরা যেন বলে, يرحمك ا لله (য়্যারহামুকাল্লাহ) আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন। অতঃপর সে ব্যক্তি বলবে, يهديكم ا لله و يصلح با لكم (য়্যাহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ্ বালাকুম) আল্লাহ তোমায় সুপথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার সমস্যার সমাধান করুন"। (বুখারী)

وعن أبي موسى رضي ا لله عنه قال سمعت رسول ا لله ﷺ يقول: إذا عطس أحدكم فحمد ا لله فشمتوه، وإن لم يحمد ا لله فلا تشمتوه. أخرجه مسلم

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হাঁচির পর " আলহামদুলিল্লাহ" বললে, তোমরা উত্তরে "য়্যারহামুকাল্লাহ" বলবে।কিন্তু সে যদি "আলহামদুলিল্লাহ" না বলে, তবে তোমরা "য়্যারহামুকাল্লাহ"বলবে না"। (মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه أن النبي ﷺ كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়া সাল্লাম হাঁচির সময় স্বীয় মুখমন্ডলকে হাত অথবা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিতেন এবং শব্দকে দমন করতেন"। (আহমদ, তিরমিজী ও আবু দাউদ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যখন হাঁচির পর কেউ "আলহামদুলিল্লাহ" বলে, প্রত্যেক শ্রবণকারীর উত্তরে"য়্যারহামুকাল্লাহ"বলা মুস্তাহাব।

২। যদি হাঁচির পর "আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তাহলে 'য়্যারহামুকাল্লা-হ" বলা যাবে না।

৩। হাইকে থামানো ও দমন করা মুস্তাহাব।

৪। হাই আসার সময় মুখের উপর হাত রাখা মুস্তাহাব।

৫। হাঁচি আসার সময় মুখমন্ডলকে হাত, কাপড় অথবা রুমাল দিয়ে ঢাকা মুস্তাহাব।

৬। হাঁচির সময় জোরে শব্দ করা অপছন্দনীয়।

(২৪) কুকুর পোষা

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি গবাদি পশুর পাহারা দেওয়া বা শিকার করা কিংবা কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন

উদ্দেশ্যে কুকুর পুষবে; তার ভাল কাজের প্রতিদান থেকে দৈনিক এক কিরাত পরিমাণ নেকী কমে যাবে"। (বুখারী-মুসলিম)

وعنه أن رسول الله ﷺ قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কোন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে তার মুখ লাগালে, সেটাকে সাতবার পানি দ্বারা ধুয়ে নাও এবং অষ্টমবারে মাটি দ্বারা মেজে নাও"। (মুসলিম)

নির্দেশনাবলী

১। শিকার, অথবা গবাদি পশু ও কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষা হারাম।
২। কুকুর পোষার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা ব্যক্ত করা হয়েছে।
৩। কুকুরের ছোঁয়া বস্তু খুবই নাপাক (অপবিত্র) বিধায় সাতবার ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তম্মধ্যে একবার মাটি দ্বারা মাজতে বলা হয়েছে।

(২৫) আল্লাহর যিকর বা স্মরণ

قال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾ الجمعة ١٠

মহান আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করতে থাক। সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে"। (৬২ঃ ১০)

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوْا ا للهَ ذِكْراً كَثِيْراً وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً﴾ الأحزاب ٤١

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! খোদাকে খুব বেশী করে স্মরণ কর, এবং সকাল ও সন্ধায় তাঁর তসবীহ্ করতে থাক। (৩৩ঃ ৪১- ৪২)

وعن أبي موسى الأشعري رضي ا لله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت)

আবু মুসা আশআরী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে, আর যে তাঁকে স্মরণ করে না, তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য জীবিত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়"। (বুখারী-মুসলিম)

وعن أبي هريرة رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان بالميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان ا لله وبحمده سبحان ا لله العظيم)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দু'টি এমন বাক্য বা কালেমা যা পাঠ করা খুবই সহজ, নেকীর পাল্লায় অতি ভারী এবং আল্লাহর নিকটে খুবই প্রিয়। আর তা হলো, " সুবহানাল্লাহি অ বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম" (سبحان ا لله وبحمده سبحان ا لله العظيم)

আল্লাহ পূত পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি পূত পবিত্র ও মহান"। (বুখারী-মুসলিম)

وعنه رضي ا لله عنه قال: قال رسول ا لله ﷺ: (لأن أقول سبحان ا لله، والحمد لله، ولا إله إلا ا لله وا لله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس)

উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে আমার নিকট প্রিয় হলো, এই দো'য়াটি পাঠ করা " সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"। অর্থাৎ, আল্লাহ পূত পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই, এবং তিনি মহান"। (মুসলিম)

وعن جابر رضي ا لله عنه قال: سمعت رسول ا لله ﷺ يقول: (أفضل الذكر: لا إله إلا ا لله)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,"সর্বোত্তম যিক্‌র হলো "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (لاإله إلا ا لله) অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। (তিরমিজী)

কতিপয় যিক্‌র

১। শয়নকালে পড়ার দোআ

(باسمك اللهم أموت وأحيا)

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নাম নিয়েই শয়ন করছি, আবার তোমার নাম নিয়েই উঠবো'।

২। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দোআ

(الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)

অর্থাৎ, 'সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করলেন। আর আমাদের সকলকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'।

৩। যানবাহনে আরোহনের দোআ

(بسم الله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون)

অর্থাৎ,'আমি সেই আল্লাহর নাম নিয়ে আরোহন করছি, যাঁর সমস্ত প্রশংসা। পুত পবিত্র সেই সত্ত্বা, যিনি আমাদের জন্য এই যানবাহনকে আনুগত্যশীল করে দিয়েছেন। আমরা তাকে আনুগত্যশীল করতে পারতাম না। আর আমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।'

৪। কোন স্থানে অবতরণ করলে দোআ

(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)

'আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অপকার থেকে অশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

৫। ওযুর আগে যা পড়তে হয়

(بسم ا لله)

'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে ওযু আরম্ভ করছি'

৬। যা ওযুর পর পড়তে হয়

(أشهد أن لا إله إلا ا لله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)

অর্থাৎ, 'আমি সাক্ষ্যি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমি এটাও সাক্ষ্যি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত রাসূল এবং তাঁর বান্দা।'

৭। ঘর থেকে বের হওয়ার দোআ

(بسم ا لله توكلت على ا لله ولا حول ولا قوة إلا با لله)

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর উপর ভরসা করে বের হচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোন কিছু করার সামর্থ নেই'।

৮। বাড়ীতে প্রবেশ করার দোআ

(بسم ا لله ولجنا، وبسم ا لله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا)

অর্থাৎ, 'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। তাঁরই নাম নিয়ে বের হয়েছিলাম। আর আমি আমার প্রভুর উপর ভরসা করি'।

৯। রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করার নিয়ম

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ)

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর। যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।

১০। প্রভাত কালে যা পড়তে হয়

(اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور)

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ আমরা তোমারই হুকুমে সকালে উপনীত হলাম এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করবো। আর তোমার সমীপেই আমরা পুররুত্থিত হবো'।

১১। সন্ধ্যায় যা পড়তে হয়

(اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير)

অর্থাৎ, আমরা তোমারই হুকুমে সন্ধ্যায় উপনীত হলাম এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হয়। তোমারই হুকুমে আমার

জীবিত থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করবো। আর তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন'।

(২৬) বন্ধু

قال تعالى: ﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ﴾ الزخرف ٦٧

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "সেই দিনটি যখন আসবে, তখন মুত্তাকী লোকেরা ছাড়া অপর সব বন্ধুরা পরস্পরের দুশমন হয়ে যাবে"। (৪৩ঃ ৬৭)

وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً لَقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِى وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُوْلاً﴾ الفرقان ٢٧

আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেন, "যালেম লোকেরা নিজেদের হাত কামড়াবে ও বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সঙ্গ গ্রহণ করতাম! হায় আমার দুর্ভাগ্য! অমুক ব্যক্তিকে যদি আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! তার প্ররোচনায় পড়ে আমি সেই নসিহত মেনে নেইনি যা আমার নিকট এসেছিল। মানুষের পক্ষে শয়তান বড়ই অবিশ্বাসী সাব্যস্ত হয়েছে"।(ফুরকানঃ২৭)

وقال تعالى: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُوْنَ، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِيْنٌ، يَقُوْلُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ، أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا

لَمَدِيْنُوْنَ، قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُوْنَ، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ، قَالَ تَا للهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنَ، وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ﴾

আল্লাহতা'য়ালা আরো বলেন, "পরে তারা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে। তাদের একজন বলবে, দুনিয়ায় আমার একজন সাথী ছিল, যে আমাকে বলত, তুমিও কি এটা সত্য বলে স্বীকারকারীদের মধ্যে শামিল? আমরা যখন মরে যাব ও মাটিতে পরিণত হব এবং অস্থি জীর্ণস্তুপ হয়ে যাবে, তখন বাস্তবিকই কি আমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে? এখন সেই লোক কোথায় আছে তা কি আপনারা দেখতে চান? এই কথা বলে যখনই সে মস্তক অবনত করবে, তখনই সে তাকে জাহান্নামে দেখতে পাবে। তাকে সে ডেকে বলবে, খোদার শপথ! তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছিলে। আমার খোদার অনুগ্রহ যদি না পেতাম, তাহলে আজ আমিও সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম, যারা গ্রেফতার হয়ে এসেছে"। (৩৭ঃ৫০-৫৭)

وقال ﷺ: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব-আচরণে প্রভাবিত হয়, সুতরাং যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তার ব্যাপারে আগে যেন ভেবে নাও"। (আবু দাউদ-তিরমিজী)

وقال ﷺ:(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ... ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, "সাত প্রকার লোককে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ছায়ায় স্থান দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না--- যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্তে ভালবেসে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁরই নিমিত্তে বিছিন্ন হয়েছে"। (বুখারী)

নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক মানুষ একজন সাথী-সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ করে, সুতরাং এমন সৎ সাথীর নির্বাচন করা দরকার যে তাকে সৎ পথ দেখাবে এবং সৎ কাজ করতে সহযোগিতা করবে।

২। কখনো কখনো বন্ধু শত্রুর থেকেও অধিক ক্ষতিকারক সাব্যস্ত হয়, যখন সে তোমাকে অন্যায় ও আল্লাহকে অস্বীকারের পথ দেখায়।

৩। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা থেকে বেঁচে থাকা দরকার। কারণ, তারা মুসলমানদেরকে সৎ কাজ ও আল্লাহর আনুগত্যে বাধা সৃষ্টি করে।

(২৭) ধৈর্য

قال الله تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا ...﴾

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিল পন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর। (৩ঃ২০০)

وقال سبحانه:﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾ البقرة ١٥٥

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন, "আমরা নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসর দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করব। তাদেরকে সুসংবাদ দাও যারা এই সব অবস্থায় ধৈর্য অবলম্বন করে"। (২ঃ১৫৫)

وعن صهيب بن سنان رضي ا لله عنه قال: قال رسول ﷺ: (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له) مسلم

সুহাইব বিন সেনান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমেনদের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, তাদের প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর, সুখ-সমৃদ্ধির সময় তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, এটাও তাদের জন্য মঙ্গল। আবার বিপদ-আপদের সময় তারা ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তাদের জন্য মঙ্গল। (মুসলিম)

وعن أنس رضي ا لله عنه قال سمعت رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم يقول: (إن ا لله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة) البخاري

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। আল্লাহতা'য়ালা বলেন,যখন আমার কোন বান্দাকে দু'টি প্রিয় বস্তুর দ্বারা (চক্ষুদ্বয় ছিনিয়ে) পরীক্ষা

করি এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, আমি তাকে উক্ত দু'টি প্রিয় বস্তুর পরিবর্তে জান্নাত দান করব"। (বুখারী)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (ما يصيب المسلم من نصب (تعب) ولا وصب (مرض) ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি অসাল্লাম বলেছেন, ক্লান্তি, রোগ-ব্যাধি, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট এমন কি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি সহ যে কোন বিপদ-আপদ মুসলমানদের উপরে আসে, এসবই তাদের গুনাহের কাফ্‌ফারাতে পরিণত হয়"। (বুখারী-মুসলিম)

وعنه أن رسول الله ﷺقال: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وفي ولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئه.) الترمذي

উক্ত সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমেন ও মুমেনাহ বান্দা বান্দীর জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির উপর অনবরত বিপদ-আপদ আসতে থাকে তাই তারা গোনাহ মুক্তাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে"। (তিরমিজী)

নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহিত করা। কখনো অসন্তুষ্ট না হওয়া, কারণ অসন্তুষ্টি ইবতেলা ও আজমায়েশ তথা পরীক্ষার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

২। বিপদ-আপদের মাধ্যমে মুসলমানদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটির মার্জনা হয়।
৩। আল্লাহর ইতাআত ও আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ, পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকতে ধৈর্য ধারণ, ধৈর্যের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে এ দুটি সর্বো-ত্তম প্রকার।
৪। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া মুসল-মানদের একান্ত কর্তব্য, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ ও মহা বৈজ্ঞানিক। তিনিই বান্দাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত।